আবাহন।

[ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও
সম্রাজ্ঞী মেরির অভিষেক
উৎসবে লিখিত]

শ্রীযামিনীকুমার রায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
১৩১৯

মূল্য ।০ চারি আনা।

মুদ্রাস্থান :—দে, চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

উপহার পৃষ্ঠা।

নূতন-রাজা, নূতন-রাণী,
সাজি নূতন বেশে,
নূতন প্রাণে, নূতন মনে,
এল সোনার দেশে।
নূতন উষা, নূতন-ভূষা,
পরিয়ে ডাকে অই,
কেন গো তবে, আমরা সবে,
ঘুমের ঘোরে রই?
নূতন নিশি, মুচ্‌কি হাসি,—
সাজ্‌লো নূতন সাজে,
নূতন কবি, আঁক্‌ছে ছবি,
ভাবের কুঞ্জ-মাঝে।
তাই আজিকে, অভিষেকে,
আমার "আবাহন",
রাজারাণীর, নাম উদ্দেশে,
কর্‌ছি নিবেদন।

কিশোরগঞ্জ
১৯১১ সন ১২ই ডিসেম্বর
অভিষেক দিন।

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

"ভারতের সেইদিন নাহি গো এখন !
নীরব সাধন, তন্ত্র,—
সাম আদি বেদমন্ত্র,
কি দিয়ে ভেটিব আজি, তোমায় রাজন্ !"

বাস্তবিক, মূল সত্যের ফলকে কল্পনা প্রভাবে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করাই কবিদের ব্যবসায়। এই নবীন কবির উল্লিখিত পংক্তি কয়টী এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। ভারত-বাসী অষ্টদিক-পালের অংশ-সম্ভূত রাজাকে কীদৃশী ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করে,— এবং রাজ-দর্শন কত পুণ্যফলে যে ঘটিয়া থাকে, তাহা এই নবীন কবির সুধামাখা, ভাবগাম্ভীর্য্যময় দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ "**আবাহন**" খানি পাঠ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। "আবাহন" এই নবীন কবির সর্ব্বপ্রথম উদ্যম; সুতরাং স্থানে স্থানে ইহাতে একটু আধটু ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলেও তাহা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয় বটে। কারণ, কবি সবে মাত্র নবীন যৌবনে পদার্পন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার সরল বচন-বিন্যাসে, ও গভীর ভাব বিকাশে "**আবাহন**" খানি অতি উপাদেয় ও পবিত্রতাময় হইয়াছে। ইনি কালে কবি-সমাজে সমৃদ্ধ হইতে পারিবেন, এই আশা করা নিতান্তই অসঙ্গত নহে।

কেবল স্মৃতি জাগরূপ রাখিয়াই কবি ক্ষান্ত রহেন নাই। **"আবাহনের"** কবি দশের ও দেশের হইয়া ভক্তি গদ্ গদ চিত্তে সম্রাট্-দম্পতীর চরণ প্রান্তে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বাস্তবিক কবিদের মধুময়ী লেখনী মুখে সুধা ক্ষরে। সেই সুধা যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই অমরত্ব প্রদান করে। কবিতা রচনায় বস্তুতঃই কবির বিলক্ষণ আমোদ, এবং কবির হইয়া যে জন তাহা বুঝিতে পারে, সে ততোধিক বিমলানন্দ উপভোগ করে।

এই নবীন কবির কবিতা বাস্তবিকই জলের মত তরল—স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ; ইহা পাঠ করিবামাত্রই ভিতর-বাহির এক হইয়া যায়। এই কবি স্বভাবের কমনীয় চিত্রাঙ্কনে একমত সিদ্ধ-হস্তই বটেন। ভারতে সম্রাট-দম্পতীর শুভ আগমনে কবি যথার্থই গাহিয়াছেন,—

"শুভ আশীর্ব্বাদ এল, ছুটেছে স্বপন;
অরুণ দিয়েছে দেখা,
তাই এ আলোক-রেখা,
অতৃপ্ত-বাসনা পূর,—মেলরে নয়ন।"

কিশোরগঞ্জ।
২৫শে বৈশাখ
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকামিনীকুমার দে।
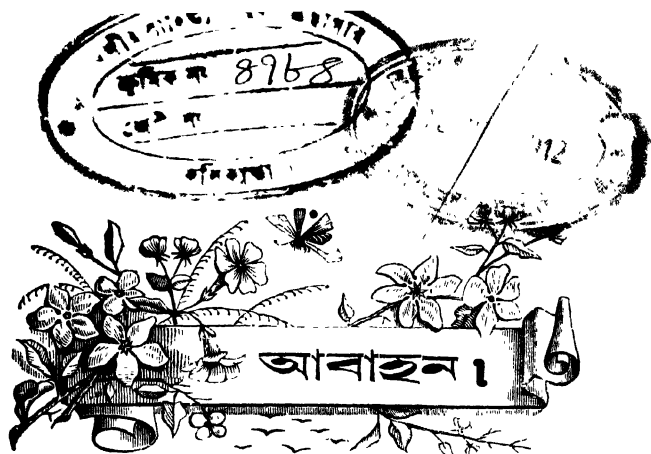
আবাহন।

উষারাণী দিল দেখা মৃদু মধু হাসি,
সুকুমার প্রভাকর,
ঢালিয়ে সোনার কর,
উঠিছেন ধীরে ধীরে তমোরাশি নাশি।

বহিতেছে ধীরি ধীরি শান্তি-সমীরণ,
ফুটিল কমল কলি,
নবরসে ঢলি ঢলি,
মকরন্দ লোভে ধায় মত্ত অলিগণ।

আবাহন।

ব্যাপিয়া প্রান্তর আর রম্য উপবন,—
অগণ্য কুসুম ফুটে,
স্নিগ্ধ পরিমল ছুটে,
সম্ভাষিতে ধরিত্রীর গরিষ্ঠ নন্দন।

ভারতের কেলিকুঞ্জে কোকিলের দল,
পঞ্চমে তুলিয়া তান,
গাইছে মঙ্গল গান,
বাজিছে হৃদয়-তন্ত্রী তাহে দুরবল।

হেন নব ভাবে অর্দ্ধ সসাগরা ধরা
পূর্ণ আজি জলে স্থলে,
মঙ্গল-দেউটী জ্বলে,
মরা গাঙ্গে এল বাণ, মরুতে ফোয়ারা।

শুভ আশীর্ব্বাদ এল,—ছুটেছে স্বপন,
অরুণ দিয়েছে দেখা,
তাই এ আলোক রেখা,
অতৃপ্ত বাসনা পূর, মেল রে নয়ন।

"জয় জয় মহারাজ ভারত ঈশ্বর,"
গাইছে প্রকৃতি বালা,
সাজায়ে বরণ-ডালা,
হরষে সরস তাই, ভারত সাগর।

জাহ্নবী-যমুনা-কৃষ্ণা-সিন্ধু-গোদাবরী,
উথলি উঠিছে রঙ্গে,
দিয়ে তালি একসঙ্গে,
ঢলিয়া ঢলিয়া চলে, তরঙ্গ লহরী।

"জয় জয় মহারাজ ভারতঈশ্বর,"
গায় সুখে পাখিগণ;
করি গন্ধ বিতরণ
সুধীর সমীর হ'য়ে সৌরভে বিভোর।

"বৃটিশের শিরোমণি ভারত-সম্রাট্,"
মেঘ মন্দ্রে বিন্ধ্যাচল,
গায়িতেছে অবিরল
গায় তাহা হিমালয় বিশাল বিরাট।

চরণে অঞ্জলি দেয় বঙ্গের সাগর
ফেন-পুঞ্জ পুষ্পদলে,
এ পূজায় কুতূহলে,
আনন্দে গাহিয়ে জয় "ভারত-ঈশ্বর"।

উড়িছে বৃটিশ-ধ্বজা মলয় পবনে,
হেরি অভিষেক সাজ,
এল অই ঋতু রাজ,
কুহরিছে পিকবঁধু পঞ্চম স্বতানে।

স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষেত্রে সোনালী কিরণে,
ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
জগ-জন-মনোলোভা,
বাজিছে বিশ্বের বীণা মধুর নিক্কণে।

সাজিছে ভারত আজ অপূর্ব্ব শোভায়,
দোয়েল-খঞ্জন-শ্যামা
দর্শকের মনোরমা,—
নাচে গায় কুতূহলে কানন-সভায়।

হইল শীতল ধরা নিশার শিশিরে
শ্যামল আঁচল খানি,
হেরিয়ে বিস্ময় মানি,
শোভিছে মুকুতা-হার দূর্ব্বাদল শিরে।

থমকে থমকে বাজে বৃটিশ-বাজনা,
উৎসাহ তরঙ্গ উঠে,
হাসির লহর ছুটে,
ভারত-হৃদয়ে আর আনন্দ ধরেনা।

একই ভাবেতে ভোর ভারত-হৃদয়,
ধরিয়ে নূতন তান,
গায় অভিষেক গান,
দূর কন্যা কুমারিকা হ'তে হিমালয়।

ভারত-ঈশ্বরী দেবী পূজিতা জগতে,
দয়াময়ী মহারাণী,
বর্ষিছে আশীষ-বাণী,
নন্দন-নন্দন-ধনে স্বর্গলোক হ'তে।

আবাহন।

এস জর্জ্জ মহারাজ নবীন উষায়!
মহারাণী মেরি সনে,
শুভক্ষণে শুভদিনে,
খুলিয়ে হৃদয়-দ্বার আহ্বানি, তোমায়।

ত্রিশ-কোটী মুক্ত-হৃদি করে আবাহন,
নব আশা ধরি প্রাণে,
নব ভাবে ফুল্ল মনে,
নবীন উৎসাহে সবে হয়ে নিমগন।

প্রভাতের স্বর্ণ আলো, বিহগ-সুতান,
মৃদুমন্দ সমীরণ,
করিতেছে আবাহন,
বাজাইয়ে বনদেবী চারু বীণা খান।

আবাহন করে অলি মধুর গুঞ্জনে,
বসিয়ে কুসুম-বুকে,
মধুপান করি সুখে,
মুখরিত প্রেমকুঞ্জ এ শুভ লগনে।

চৌদিকে নেহারি আজি সকলি নূতন,
আকাশের রবিশশী,
কাননের ফুল রাশি;
লতা-পাতা-ফল-জল মৃদুল পবন।

তটিনীর কলনাদ বিহগ-কূজন,
গৌরব গীতিকাচয়,
সবি নব প্রেমময়,
সম্রাট-দম্পতি নব করি দরশন।

বিগত-বৈভবা-দিল্লি, সঙ্গীত-মুখরা—
ইন্দ্রপুরী জিনি আজ,
ধরেছে মোহন সাজ,
অভিষেক উৎসবেতে হ'য়ে মাতোয়ারা।

নৃপদল মাঝে শোভে নব রাজারাণী,
পরিয়ে মোহিনী মালা,
ভুবন করিয়ে আলা,
নক্ষত্র-বেষ্টিত যথা শশাঙ্ক-রোহিণী।

পথ-মাঠ-গৃহ-হর্ম্ম্য, সবি আলোময়,
ছুটিছে আতস বাজি,
উগারি তারকা রাজি,
আলোময়ী জননীর আলো খেলা হয়।

সুধাংশু ঢালিছে সুধা নীলাম্বর হ'তে,
স্নিগ্ধশুভ্র জ্যোৎস্নারাশি,
পাপিয়া বাজায় বাঁশী,
প্রকৃতির পুলকাশ্রু নীহার-সম্পাতে।

ফুটিয়া উঠিল প্রেম দশ দিশি ভাতি,
আজি ইন্দু বর-বেশে,
কি জানি কেন বা হেসে,
খেলিছে কুমুদ সনে নব ভাবে মাতি।

হের সবে প্রকৃতির মোহিনী মূরতি!
শ্যামল প্রান্তর-বন,
নদ-গিরি-প্রস্রবণ,
নিরখি সহসা হয় জড় প্রায় মতি।

বসন্তের অভিনয় করে বিশ্বরাজ,
অনন্ত অমৃত মূর্ত্তি,
নেহারি বাড়িছে স্ফূর্ত্তি,
আসিয়াছে নবযুগ এবে বিশ্ব মাঝ।

শয়নে স্বপনে হেরি জননী আমার,
অনন্ত-জ্ঞান-দায়িনী,
শৌর্য্য-বীর্য্য-বিধায়িনী,
সর্ব্বত্র নবীন ভাব হয়েছে সঞ্চার।

জীবন-নিকুঞ্জ মাঝে আশার রাগিণী,
কি জানি কেন বা আজি,
উঠিল সহসা বাজি,
হাসাতে ভারত-লক্ষ্মী-সীতা বিষাদিনী।

আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে জননী আমার,—
নগরে নগরে সারি,
প্রদীপ-মেখলা পরি,
দশদিক আলোকিত করেছে এবার।

আবাহন।

এবার দুঃখিনী নহে ভারত-জননী,
ভাগ্যবতী মা আমার,
ঘুচিয়াছে অন্ধকার,
নিয়তি গাইছে শুন, শুভ দৈববাণী,—

"ভারত জননি, আগত ভূপতি ভবনে।
বরণ করিয়া লহ মা তা'রে আপন হৃদি আসনে।

মহা আনন্দ নগরে নগরে,
শুভ উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে,
হিমাদ্রি হ'তে কুমারী অবধি তোমার বিশাল অঙ্গনে॥

মরি কি আনন্দে সাজিছ ভাল,
জ্বলিছে প্রদীপ মেখলা জাল,
তোমারি সৌধ কিরীট আবরি উড়িছে পতাকা পবনে।

আজি গরবিণী তুমি মা ভবে,
ধন্য আমরা তব গরবে,
বরদে জননি, সূতগণে ভূপতি-মহিমা বর্ণনে।"

এশুভ উৎসবে আজি ভারত, সন্তান,
পুলকে পূরিত প্রাণ,—
গায় রাজ-গুণ-গান,
হিংসাদ্বেষ ভুলি তাঁরে করে আরাধন।

স্বরগে মরতে আজি মহোৎসব-তান,
দেবতা মানব যক্ষ,
কি কিন্নর কিবা রক্ষ,
গায়িছে সবাই মিলি অভিষেক-গান।

মরি কি সুখের দিন, কি শুভ মিলন!
দেবগণ অই শুনি,
করিছে দুন্দুভি-ধ্বনি,
রাজা-রাণী শিরে হয় পুষ্প বরিষণ।

মধুর মিলনে নামি সোনার ভারতে,
আজি সুরবালাগণ,
ছাড়িয়ে নন্দন বন,
সাজাইছে যুগ্ম-অঙ্গ ফুল পারিজাতে।

আবাহন।

এস সবে ত্বরাকরি' হ'য়ে একপ্রাণ!
সে স্বরে মিলায়ে স্বর,
ধরি তান সুমধুর,
প্রাণ ভরি গাই আজ অভিষেক-গান।

অভিষেক-গীতি আজি সবে মিলে গাওরে।
বাজাও ললিত বাঁশী,
প্রেমানন্দে হাসি হাসি,
আনন্দ-ভারত আজি আনন্দে মাতাওরে।

বাজাও মৃদঙ্গ-ঢাক-ঢোল তানপুরারে
সানাই শারঙ্গ বীণ,—
শঙ্খ ঘণ্টা অগণন,
কাঁপায়ে সুদূর অভ্র স্তব্ধকরি ধরারে।

কম্বু-কণ্ঠী বামাগণ দাও হুলুধ্বনি!
গাহিয়ে মঙ্গল গান,
উদাস করহ প্রাণ;
উঠুক অম্বর পথে, পঞ্চম রাগিণী।

সাজা আজি ঘরে ঘরে ফুল্ল-ফুল-চয়,
পূত হোমানল জ্বালি,
দাও ভক্তি-হবিঃ ঢালি,
পবিত্র অনলে পূত-ভারত-হৃদয়।

সমস্বরে সম্রাটের গাও যশোগান,—
মোস্লেম-পারশী-হিন্দু,
মাতায়ে বিমান সিন্ধু,
জৈন-শিখ-বৌদ্ধ-ব্রাহ্ম-ইহুদী-খৃষ্টান।

মঙ্গল-ভাবন-প্রভু বিভুর চরণে,—
মাগ চিরসুখ শান্তি,
স্নেহ-দয়া-প্রেম-ক্ষান্তি,
এই পুণ্য-পূতক্ষণে একতান মনে।

ভারতের সেইদিন নাহি গো এখন!
নীরব সাধন-তন্ত্র,—
সাম আদি বেদ মন্ত্র,
কি দিয়ে ভেটিব আজি তোমায় রাজন্!

আবাহন।

কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
অলঙ্কার পত্র পুঞ্জে,
ভাব বাঁধা ছিল কুঞ্জে,
জুটিত ভ্রমর কত নিত্য অবিরত।

শাস্ত্র রূপ-মহাফলে আমরা বঞ্চিত!
বেদরূপ সুধাভাণ্ড,
হইয়াছে লণ্ডভণ্ড,
ভাগ্যদোষে কিছুনাহি ভারতে সঞ্চিত।

না জানি কি পুণ্যফলে ভারত-ভবন!
পূজা নিতে শূন্য ঘরে,
কত আশা বুকে ধরে,
আসিয়াছ হে রাজন্ বৃটন-নন্দন।

পবিত্র এ দেশ আজ তব আগমনে!
বাজিল স্বর্গের বাঁশী,
ছুটিল স্বর্গের হাসি,
পাপ-তাপ-শোকক্ষয় তোমা দরশনে।

কি বলিব পূর্ব্বকথা বৃটন-ভূষণ!
রাজসূয় যজ্ঞ কালে
ওঁঙ্কারধ্বনির বলে,
রোমাঞ্চ উঠিত বিশ্বে কাঁপিত গগণ।

নীরব হয়েছে আজি সে পবিত্র-বাণী!
মারি-প্লেগ-অত্যাচার,
নিরন্নের হাহাকারে,
ধ্বনিছে আকাশ হায় দিবস-রজনী।

ভারতের অন্ন খেয়ে বাঁচিছে জগত,
হায় কি দুঃখেব বাণী!
বিদরে হৃদয়-খনি,
দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা যাচিছে ভারত।

কৃপা-বারি বরিষণে ওহে গুণময়!
দরিদ্রতা-দাবানল,
দুঃখীর নয়ন-জল,
নিবার, নিবার তুমি ওহে দয়াময়।

ছুটাও আনন্দ ধারা নিরানন্দ দেশে,
ভাসাও ভারত ভূমি
দয়াবান্ দেব তুমি,
দয়ার অমৃত-স্রোতে দয়ানন্দ বেশে।

তৃপ্ত করি প্রেম-তৃষা দয়ামৃত পানে,
চির সুশীতল হয়ে,
চির-শান্তি ভাগ্যে লয়ে,
ভুঞ্জিব অমর সুখ এমর-জীবনে।

ঘুচাও দুঃখের ক্লেশ ভারত ভূমির ;
শুনায়ে অভয়-বাণী,
আশার মোহন ধ্বনি,
দূরকর চির-দুঃখ চির-দুঃখিনীর।

ভারত সন্তানে পাল, নিজপুত্র ভেবে।
বিশ্ব-প্রেম সার করে,
বাঁধি স্নেহ-স্বর্ণ-ডোরে,
শিখাও মহান্ মন্ত্র স্বার্থত্যাগ ভবে।

দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে,
ন্যায়-দণ্ড ধরি করে,
গৌরবের দৃপ্ত করে,
উড়াও সাম্যের ধ্বজা সুচির-জীবনে।

আমাদেরে কর ভাগী জীবন-সম্বল,
প্রেম-ভক্তি-আত্মদান,
পুণ্যকর্ম্ম যশঃ মান,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ ফল।

মোদের নূতন রাজা রক্ষ’ ভগবান্!
নবীনা রাণীর সাথে,
ঢালি আশীর্ব্বাদ মাথে,
সুদীর্ঘ-জীবন শান্তি যশঃ করি দান।

চিরদিন **ভবে রাখ বিজয়ী করিয়া,**
বাজুক বিজয়-ভেরী,
বৃটিশ-পতাকা ধরি,
গাহুক বৃটন জাতি “**রুল বৃটানিয়া**”।

লীলা।

সাধের কল্পনা সখি!
বল দেখি এবে মোরে—
কি কারণে সুখ-দীপ,
জ্বলে বঙ্গ ঘরে ঘরে?

আনন্দ-নিঝর বল,
ছুটিয়াছে কি কারণে?
কে ঢালিল সুখ-সুধা
বাঙ্গালীর মৃত প্রাণে?

কে বাঁচাল বঙ্গ-মায়ে,
ঢালি সঞ্জীবনী সুধা,
কে মিটাল বাঙ্গালীর,
হা-হুতাশময়ী ক্ষুধা?

কা'র স্নেহ-করুণায়,
বসন্ত-বিকাশে ধরা—
সাজিয়াছে নব সাজে,
ভাবুকের মনোহরা ?

কি কারণে সুখময়ী,
ঊষা সবে ভালবাসে ?
কেন আজি রবি-শশী,
নবতেজ পেয়ে হাসে ?

কেন বল কুসুমে',
পরিমল ভাল লাগে ?
কি কারণে মনমাঝে
সুখ-স্মৃতি ধীরে জাগে ?

কেন বল আশারাণী,
বাজায় মোহন বাঁশী ?
এ বঙ্গ-শ্মশানে কেন
ফুটে ফুল রাশি রাশি ?

এইসব তাঁরি লীলা,
হয় নিত্য বিশ্বময়;
তাঁহারি তাঁহারি সব,
সেই সত্য লীলাময়।

তাইত উঠিল বাজি,
মৃদঙ্গ সানাই ঢোল,
উথলিল, বঙ্গ-হৃদে,
মহা-মহোৎসব-রোল।

শীতল শিশির অই
সুহাসিনী-উষা-সনে,
এনেছে নবীন-আশা
চেতনা,—অবশ প্রাণে।

আঁধার মলিন মুখে,
সহসা ফুটিল হাস,
তমিস্রা যামিনী-কোলে
পৌর্ণমাসী পরকাশ।

হাসি রাশি লয়ে মুখে,
পুষ্পিত নধর অঙ্গ,
মল্লিকার মালা পরি'
সাজিল জননী বঙ্গ।

ঝুরু ঝুরু সমীরণে
সুশীতল হয় প্রাণ,
বঙ্গের গহন বনে,
পাখী সবে গায় গান।

শ্বেত-পীত-নানাজাতি,
হাসি ফুল্ল-ফুল-চয়,
ছড়াইতে পরিমল
সসাগরা বিশ্বময়।

স্নেহ-দয়া-ভক্তি-প্রেম,
দেব-বৃত্তি উঠে ফুটে,
বঙ্গভূমে কত রঙ্গে
হাসির লহর ছুটে।

পথ-ঘাট-মাঠ-শোভা,
দু'নয়ন-তৃপ্তকর,
কত পান্থ চলিয়াছে,
নবআশে নিজঘর।

ফুল রাজি-বিখচিত,
শ্যামল অম্বর খানি,
মোদের মা বঙ্গ আজি,
সেজেছে কি বিমোহিনী!

প্রকৃতি-মূরতি শান্ত,
চারুশোভা সুবিমল,
অভিষেক-মেলা খানি
পণ্যে করে ঝল্‌মল্‌।

আকাশে নাহিক মেঘ,
মুক্ত নীল চন্দ্রাতপ,
নক্ষত্রনিকর ফুটে,
হীরা মতি চুণী সব।

চাঁদের বিমল করে,
কুমুদিনী হেসে চায়,
প্রাণ-প্রিয়-সম্ভাষণে,
চোখে চোখে ইসারায়।

শান্তি-সমীরণ-সনে,
বহিতেছে শান্তি-সুধা;
পিয়ে তাহা বঙ্গবাসী
গেছে জ্বালাময়ী ক্ষুধা।

যখনি সরল নেত্রে,
এদিক ওদিকে চাই,
অনন্ত-অমৃত-স্রোতে,
ডুবে যাই ভেসে যাই।

এবঙ্গ-সাহারা-মাঝে,
ছুটিল আনন্দ-ধারা,
ফুটিল জোছনা হাসি,
বাঙ্গালী পাগল পারা।

আবাহন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ্,
দেব-প্রত্যাদেশ পেয়ে
পুণ্যক্ষণে আগমনে
বাঁচালেন বঙ্গমায়ে।

হেন ভাগ্যবান্ রাজা,
আছে কি এ ভূমণ্ডলে,
যাঁ'র রাজ্যে রবি-শশী,
নাহি যান অস্তাচলে ?

প্রীতির কুসুম মাখি,
ভকতি-চন্দনে তাই,
পূজিবে বাঙ্গালী তারে
মানস-মন্দিরে ভাই।

যাবত আকাশ মাঝে,
রবে তারা-রবি-শশী ;
তত দিন তাঁ'র কীর্ত্তি,
গাইবে গো বঙ্গবাসী।

তুল সবে পূত মনে,
সুগন্ধি কুসুম কুল
চামেলী, গোলাপ আর,
অরবিন্দ, জবা ফুল।

যুক্তকরে ভক্তি ভরে,
অঞ্জলি অঞ্জলি লয়ে,
দাও ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ;
চিরানন্দময়ী মায়ে।

উঠুক মুরজ-মন্দ্র,—
হো'ক ঘন ঘণ্টা-রোল,
বাজুক ললিত বেণু
ছড়ায়ে মধুর বোল।

*শুভদিনে, শুভক্ষণে,
আয় মা বাসন্তী আয়!
জাগায়ে জীবন্ত শোভা
অনন্ত বিশ্বের গায়।

---

* অভিষেক উৎসব অবসানে বসন্ত-বিকাশ-বিশ্বে ভগবতী বাসন্তীকে ...হ্বান করা হইয়েছে।

আবাহন।

আয় ধন, আয় ধান্য,
আয় নব হর্ষোল্লাস,
আয় আশা-ভালবাসা
আয় ভক্তি প্রেম, হাস।

আয় আলো, আয় জ্ঞান,
আয় কর্ম্ম-অভিলাষ,
শাণিত জ্ঞানের করে
হ'ক্ অজ্ঞ-তমঃনাশ।

আশাপথে চেয়ে আছি,
রাঙা-পদ হেরিবারে,
ভক্তি-পদ্ম আছে ফুটে,
মানস-সরসী নীরে।

ক্ষুদ্র হো'ক এই প্রাণ,
তা'তে কিছু নাহি দুখ,
দেছ তা'তে ভালবাসা,
বুক ভরা প্রেম-সুখ।

তুমিই রয়েছ দেবি!
এক্ষুদ্র হৃদয়-মাঝে,
তোমা তরে বাঁচি যেন,
মরি যেন তব কাজে।

আঁধারে সুপথ ভুলি,
যবে হই পথ হারা,
পাই যেন তব দেখা,—
অয়ি মম "ধ্রুবতারা!"

ভীম-ঝঞ্ঝা-বাত পূর্ণ,
এভব অর্ণবনীরে,
শান্তি-বায়ু বহাইয়া,
রক্ষ দীন সন্তানেরে।

কি মাগিবে তব পদে,
এ দীন সন্তান চয়,
আমার "আমিত্ব" যেন
তোমাতেই হয় লয়।

সঙ্গীত (বেহাগ)

কিশোভা হয়েছে মরি আজি এ বঙ্গ ভবনে,
সাহারা শীতল হ'ল শান্তি সুধা বরিষণে।

কুঞ্জে কুঞ্জে মরি, বিহঙ্গম গায়,
ঢলিয়া ঢলিয়া বয় মৃদু বায়,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুল সৌরভ বিলায়—
ছুটিছে মধুপ কুসুমের পানে।

মোদের বঙ্গ (যে) পেয়েছি আবার,
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ অপার,
ধন্য সে রাজেন্দ্র বৃটন কুমার—
বাঁচিল জননী যাঁর কৃপা গুণে।

গাহ-গাহ-গাহ রাজগুণ-গান,
মাতায়ে পরাণ ধরি নব তান,
দেখুক জগত মেলিয়ে নয়ন—
বাঙ্গালী-ভকতি রাজ-পূজা-দিনে।

———o———

OPINIONS.
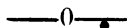
I have read the poems, and I have seen the poet. Considering the youth of the latter the work done is quite good. I hope to see him improve.

Kishorgunje
20-5-12.
(Sd) **P. C. DE.**
I. C. S.

I quite agree with Mr. De's remarks.

Mymensingh
15-6-12
(Sd) **F. C. FRENCH.**
I. C. S.
MAGISTRATE.

The book is nicely written, considering, that it is his maiden-attempt, it is creditable to the young author.

Dated Kishorganje
the 28-2-12.
(Sd) **N. C. SEN.**
M. A. B. L.
DEPUTY-MAGISTRATE.

ইয়ংকবের্নবীনস্তজাতা প্রীতি প্রদাকৃতিঃ।

পূর্ণমনোরথশ্চৈনংকরতু শিবদঃ শিবঃ॥

কিশোরগঞ্জ
১৮, ১, ১৯
শ্রীনিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থস্থ।

I have much pleasure to state that the author has kindly taken much troubles to permit me a glance of his book-let styled "Abáhan".

The poems contained in it do certaiuly credit to the young blossoming poet, who has composed them.

There are...rifts in the lute here and there, but it is manifest that the young and energetic author has already acquired some powers in verse-making. The metre employed by the writer is somewhat archaic. But it is replete with sentiment and music.

I wish the young author all success which he deserves.

Narayanganj
9th May 1912

(Sd) **S. C. Sinha** B. A.
of Susung.
Dy-Magistrate.

শ্রীযুত যামিনী কুমার রায় বিরচিত "আবাহনের" কতক অংশ পাঠ করিলাম। ভাবের মাধুর্য্যে, ভাষার সরলতায়, এবং বিষয়ের উৎকর্ষে, গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক নব্য, সুতরাং দুই এক স্থানে সামান্য দোষ ঘটিয়া থাকিলেও তাহা উপেক্ষণীয়।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীযামিনীনাথ তর্কবাগীশ।
দর্শনাধ্যাপক
রাজসাহী হেমন্ত কুমারী সংস্কৃত কলেজ।

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস বলেন ঃ—

(জয় জগদীশ্বর)

লেখা কোমল ও সরল। আলোচনা করিলে আরো ভাল লিখিতে পারিবেন। প্রথম উদ্যম হইলেও প্রশংসনীয়। ইতি

৮ই আষাঢ় ১৩১৯ সন
জয়দেবপুর, ঢাকা
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

I have gone through the poems contained in Babu Jamini Kumar Roy's book-let "Abáhan". They have been sweetly worded and contain fine sentiments. The young author deserves encouragement.

Kishorgunje
30-6-12
Radhika Lal De, B. A.
Deputy Magistrate.